



49007 - ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য এবং মুসলমানরো এই সুন্নতটি ছেড়ে দেয়ার কারণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত হওয়া সত্বেও কনে মুসলমানরো ইতিকাফ করা ছেড়ে দিয়েছে? ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই বা কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক: ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুন্নত নিয়মতি পালন করতেন। ইতিকাফ শরয়ী বধিান হওয়ার পক্ষেরদলীলগুলো দেখুন (48999) নংপ্রশ্নের উত্তরে। এই সুন্নতটি মুসলিমি জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহর খাস রহমতপ্রাপ্ত গুর্টীকতক মানুষ ব্যতীত আর কটে তা পালন করে না। যবে সুন্নতগুলো মুসলমানরো একবোরবে ছেড়েদিয়েছে বা ছেড়ে দেয়ারউপকরম হয়ছে- ইতিকাফতার একটী। মুসলমানরো ইতিকাফ ছেড়ে দেয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ: ১. একটা বড় সংখ্যক মুসলমানরে ‘ঈমানী দুর্বলতা। ২. দুনিয়ার জীবনরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগে বলিসরে প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকবে পড়া। যার ফলে তারা অল্প সময়রে জন্য হলেও এসব ভোগেবলিস থেকে দূরে থাকতে সক্ষম নয়। ৩. অনকে মানুষরে মনে জান্নাত লাভরে প্ররেণা নহে। তারা অতিমাত্রায় আরাম-আয়শেরে দকিবে ঝুঁকবে আছে। তাই তারা ইতিকাফরে সামান্য কষ্টও সহ্য করতে চায় না। যদিও তা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টী লাভরে জন্য হোক না কনে।

কারণ যবে ব্যক্তি জান্নাতরে মহান মর্যাদা ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে জানে, সতোর জান, তার সবচয়ে মূল্যবান সম্পদ কোরবান করে হলেও তা লাভরে চেষ্টা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “জনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সামগ্রী অতি মূল্যবান। জনে রাখো, আল্লাহর সামগ্রী হচ্ছ- জান্নাত।” [জামে তরিমযি; আলবানী হাদিসটিকিসেহীহ বলছেন (২৪৫০)]

৪. অনকে মানুষরে মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ভালবাসা শুধু মুখে সীমাবদ্ধ। বাস্তব কাজে ভালবাসা নহে। বাস্তব ভালবাসা তও হচ্ছ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নানাবধি সুন্নত পালন করা। এ রকম একটী সুন্নত হচ্ছ- ইতিকাফ। আল্লাহ বলছেন: “নিশ্চয়ই তওমাদরে জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে আছে উত্তম আদর্শ। তাদরে জন্যযারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।” [৩৩



আল-আহযাব : ২১] ইবনে কাছীর রাহমিহুল্লাহবলছেন: (৩/৭৫৬)

“এই মহান আয়াতটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতটি কথা, কাজ ও প্রতটি মুহূর্ত অনুসরণে ব্যাপারে একটি মহান মূলনীতি।”সমাপ্ত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামনয়িমতি ইতকিফ করা সত্ববেও মানুষদের ইতকিফ ছড়ে দয়ো দেখেজেনকৈ সলফে সালহীনবস্মিয় প্রকাশ করছেন। ইবনে শহিব যুহরী বলেন:“এটখিবইআশ্চর্যজনকযমুসলমানরোইতকিফকরছে না।অথচনবী সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামমদিনাতআসারপরথকেআল্লাহতাকমেতযুদানকরাপর্যন্ততনিইতকিফবাদদনেনা।” দুই: নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামজীবনের শেষে দকি রমজানমাসরেষেদশদিননয়িমতিইতকিফ পালনকরতনে।

সত্যকারঅর্থইতকিফরে এইকয়টদিনি একটশিক্ষামূলকইনটনেসভিকেরস

তুল্য।এরইতবিচকফলাফলমানুষেরজীবনতোৎক্ষণকিভাবে, এমনকি ইতকিফরেদিনগুলোতেপেরলিক্ষতিহয়। এছাড়াপরবর্তী রমজান পর্যন্ত অনাগত দিনগুলোর উপরেও এর ইতবিচকপ্রভাব দেখা যায়। তাই মুসলমানদের মাঝেএই সুননতকপের্নজীবতি করা কতই না জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাহাবীগণ য়ে আমলের উপর অটল ছিলনে তা পুণঃ প্রতর্ষিঠা করা কতই না প্রয়োজন। মানুষরে এই গাফলতি ও উম্মতরে এই দুর্দশার সময় যারা সুননতক আর্কড়ে ধরে আছে তাদের পুরষ্কার কতই না মহান হবে! তনি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিফরে মূল লক্ষ্য ছিল- লাইলাতুল কদর পাওয়া।ইমাম মুসলমি(১১৬৭) আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করছেন য়ে তনি বলছেন:“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরমজানরে প্রথম দশ দিন ইতকিফ করছেন। এরপর তনি মাঝরে দশদিন তুর্কী কুবুব্বাতে (এক ধরণে ছোট তাঁবুতে) ইতকিফ করছেন। য়ে তাবুরদরজার উপর একটা কার্পটে ঝুলানো ছিল।রাবী বলেন: তনি তাঁর হাত দিয়ে কার্পটেটকি কুবুব্বার এক পাশে সরিয়ে দলিনে। এরপর তাঁর মাথা বরে করে লোকদের সাথে কথা বললনে। লোকরো তাঁর কাছে আসল। অতঃপর তনিবিললনে, “আমি প্রথম দশদিন ইতকিফ করছি- এই রাতরে (লাইলাতুল কদররে) খোঁজে, এরপর মাঝরে দশ দিন ইতকিফ করছি। এরপর আমাকে বলা হল: লাইলাতুল কদর শেষে দশকে। সুতরাং আপনাদের মধ্যযোর ইচ্ছা হয় তনি ইতকিফকরুন। তখন লোকরো তাঁর সাথে ইতকিফ চালিয়ে গলে।”

এই হাদসিরে কিছু শিক্ষণীয়দকি নম্নরূপ:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিফরে মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাগ্য রজনীসন্ধান করা এবং সেই রাতে নামায আদায় ও ইবাদতরে মাধ্যমে কাটানোর জন্য প্রস্তুত হওয়া।যহেতেভাগ্য রজনীর সুমহানফজলিতরয়ছে।

আল্লাহতাআলা বলেন: “লাইলাতুল কদর (ভাগ্য রজনী) হাজার মাস থেকেও উত্তম।”[৯৭ সূরা আল-ক্বাদর, আয়াত ৩] ২. এই রাতরে অবস্থান জানার আগসেটোকপোওয়ার জন্যতনি তাঁর সবটুকু চেষ্টাউৎসর্গ করছেন। তাই তয়ো তনি প্রথম দশদিন থেকে ইতকিফ করা শুরু করনে, এরপর মাঝরে দশ দিনেও ইতকিফ করনে, এভাবে মাসরে শেষে পর্যন্ত ইতকিফ চালিয়ে যান।এক পর্যায়ে তাঁকে জানানো হয় য়ে, লাইলাতুল কদর শেষে দশকে রয়ছে। এটি ছিল লাইলাতুল কদরকে পাওয়ার জন্য তাঁর



চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। ৩. সাহাবীগণকর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের পরপূর্ণ অনুসরণ। তাই তো তাঁরাও তাঁরসাথে মাসরে শেষ পর্যন্ত ইতকিফ চালিয়ে যান। এর মাধ্যমে সাহাবীগণ কর্তৃক তাঁকে অনুসরণের পরাকাষ্ঠা ফুটে উঠে। ৪. সাহাবীগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও দয়া। ইতকিফ করতে কষ্ট আছে সটো তাঁর জানা ছিল বধি়য় তিনি সাহাবীদেরকে ইতকিফ চালিয়ে যাওয়া অথবা ইতকিফ থেকে বের হয়ে যাওয়ার দুটো এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলছেন: “সুতরাং আপনাদের মধ্যযোর ইচ্ছা হয়তিনি ইতকিফ করুন।” এছাড়াও ইতকিফের আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যমেন : ১. মানুষ থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতায় থাকা। ২. সর্বাত্মকরণে আল্লাহ অভিমুখী হয়ে আত্মশুদ্ধি করা। ৩. অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু নরিটে ইবাদত যমেন নামায, দুআ, যকিরি ও কুরআন তলোওয়াতে মশগুল হওয়া। ৪. রোজার উপর নতেবিচক প্রভাব ফলেতে পারে এমন সবকিছু থেকে রোজাকে হফেযত করা। যমেন আত্মার কু প্রবৃত্তি ও যটোন কামনা বাসনা। ৫. দুনিয়ারবধি়ে বিষয়গুলো ভোগ করা কমিয়ে আনা এবং সামর্থ্য থাকা সত্বেও এগুলো ভোগে ক্ষত্রে ক্ছতা অবলম্বন করা।

দখুন আব্দুলত্ববিবালতুবকর্তৃক রচিত ‘ইতকিফ নাযরা তারবাবিয়া’ (ইতকিফ: প্রশিক্ষণমূলকদৃষ্টিকোণ)।